ক্রেনফোর্ড,নিউজার্সি থেকে ''অসীমের পথে''।

জয়ন্ত নারায়ন রায় চৌধুরী

এটা ছিল ২০১০ ইং সালের সেপ্টেম্বর এর তৃতীয় সপ্তাহের এক সন্ধা। সদ্য প্রয়াত (০৯.১৪.২০১০) কনিস্কদের 52 Mansion Terrace,Cranford,Newjersy-র বাসায় উপস্থিত সুধীমন্ডলীর মধ্যে আলোচনা চলছিল প্রয়াত কনিস্ককে নিয়েই। উপস্থিত আত্মীয় স্বজন,বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য সুধীমন্ডলী যারা প্রয়াত কনিস্কের বাবা-মা এবং বোনকে তাঁদের শোককাটানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন,এবং তারা জ্ঞানবিজ্ঞান,ধর্মতত্ব,আত্মতত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করছিলেন।যদিও পিতা মাতা এবং বোনের কাছে এ শোক কখনই ভুলার নয় তথাপি সবাই মিলে চেষ্টা করেযাওয়া শোকাবহ পরিবেশটা হাল্কা করে,ভুলিয়ে দিয়ে পরিবারটিকে প্রাত্যাহিক জীবনের কর্ম জগৎ এ নিয়ে আসা।বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে উদ্বৃত করে আলোচনটা বেশ আবেগঘন,বেদনাবিধূর ও প্রানবন্ত হয়ে উঠেছিল।

জনৈক প্রথম ব্যক্তি বল্লেন, ক্রেনফোর্ডের এই বাসা থেকে Manhattan পৌছতে আমার ১ ঘন্টা ১৫ মিঃ এর মত সময় লাগে।দ্বিতীয় জনৈক ব্যক্তি বল্লেন,আমার ৪৫ মিঃ সময় ব্যয় হয় Manhattan যেতে।তৃতীয় জনৈক ব্যক্তি বল্লেন, আমার ২৫ মিঃ সময় ব্যয় হয় Manhattan যেতে। বলাবাহুল্য ওনারা সবাই প্রচলিত transportation এ করেই Manhattan এ যাওয়ার কথা বলেছিলেন। এবং উপস্থিতসুধীরা জানান এটা সম্ভব যদি রাস্তা ট্রাফিক ফ্রী থাকে এবং সংযিলষ্ট ব্যক্তি যদি নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচচ স্পীড অনুসারে গাড়ী চালিয়ে থাকেন।

চতুর্থ জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, ক্রেনফোর্ডের এই বাসা থেকে Manhattan পৌছতে আমার মাএ ৫ মিঃ এর মত সময় লাগে। সমস্বরে অবাক হয়ে সবাই বলে উঠল,' কী বলছেন আপনি?'পাগল হয়ে যাননিতো, আপনি? কী ভাবে এটা সম্ভব আপনার দ্বারা ? ঐ চতুর্থ জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমার নিজস্ব জ্ঞানে উদ্ভাবিত হেলি-রক-কপ্টার

এ করে আমি ৫ মিঃ এ Manhattan যেতে পারি। কারন আমার এ হেলি-রক-কপ্টারটি রকেট এর গতিতে চলতে পারে।

পঞ্চম জন অদৃশ্য ভাবে বলে উঠল,হে সুধীবৃন্দ 'চতুর্থ ভদ্রলোক যেমন ৫ মিনিটে Manhattan যেতে পারে তার স্বউদ্ভাবিত হেলি-রক-কপ্টার এ করে তেমনি আমারও Manhattan যেতে কোন সময় ব্যয় হয়না।আমি এখানে এই ক্রেনফোর্ডে তোমাদের সাথে যেমন আছি তেমনি ওখানেও আছি। আমি সময়, স্হান ও নিমিত্তের বাইরে। আমি সর্বএ বিরাজমান,চলমান। আমি প্রতিদিনই তোমাদের সাথে আছি। আবার আমি আমার অমৃতলোকে বা আনন্দলোকেও আছি। আমাকে কি তোমরা দেখতে পাওনা ? তোমাদের নশ্বর দেহে কর্মযোগ,জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় ঘটিয়ে আমাতে অবস্হান করতে পার। আর তা না হলে, আমার চিন্তা ,কর্ম ও শুভ ইচ্ছাগুলি কাজে লাগিয়ে আমাকে প্রতিদিন তোমাদের সাথে অনুভব করতে পার। কেননা, আমি আছি, আর্তের সাথে,ক্ষুধার্তের পাশে, বঞ্চিতদের মাঝে,রোগীদেরঅতিনিকটে। যে ভাবেই হউক তোমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে তথা বড় মাপে বা একক প্রচেষ্টায় সামান্য ভাবেও তাদের সেবা কর তাহলে সেই সেবা আমি পাই,আমি তৃপ্ত হই। মনে রেখ, সেই সেবা যেন তাদের প্রতি শর্তহীন হয়।

অবাক হয়ে সবাই সমস্বরে বলে উঠল,' তুমি কে? অদৃশ্য কন্ঠস্বর বলে উঠল, আমাকে চিননা ? আমি সেই যে তমাদের অন্তরে জীবাত্মা হয়ে স্হান,কাল ও নিমিত্তে বন্দীহয়েছিলাম।আর এই বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশায়, 'মৃত্যুকে বরন করা'-এটা জীব ধর্মের পরিনিতি। কিন্তু আমরা সকলেই অমর অনন্ত চৈতন্য ও আনন্দের এক একেকটি স্ফুলিঙ্গ বা অনু থেকে বিভূতে প্রত্যাগমন করি। এই অনু ও বিভূর মিলন খেলায় জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরছে। উপলব্দির মাধ্যমেই অর্থাৎ যোগের মাধ্যমেই আমার সাথে তোমাদের যোগাযোগ হতে পারে। সবাই আবার সমস্বরে বলে উঠল,হে অদৃশ্, কিন্তু অনুভূত মহান,'আপনি কে'? অসীম থেকে সেই অদৃশ্য কন্ঠস্বর সসীম এর লোকদের বলে উঠল,' আমিতো তোমাদেরই সেই ... কনিস্ক।

INTERPRETATION:

“A Journey from Cranford, Newjersy to Eternal”

Jayanta Narayan RoyChowdhury

Like our beloved son/nephew/brother/uncle/friend Kaniska there are so many beloved of our own have been breathing their last breath since the creation. And this tragic demise of own kith and kin, friends do grieve us in our day to day performance what makes us gloomy. If we believe in truth we must know the self first. Self is not body or mind. It is infinitive eternal and bliss. Our body and mind are mere manifestation by which the existence, knowledge and bliss exposed to us. So death is a mere result of birth. It is correlated with birth. So we should accept the both sportingly to have the essence of spirituality. We think we are body but body is the ever flowing matters and mind is the ever flowing thoughts. These to have no real existence but an apparent existence what may call illusion. If we practice this thought believing the great script of Shreemad Bhagwad Geeta we could feel it gradually through practice. So today in the annual condolence get-together of our Kaniska Paul would make us remind that we would have to follow his ways of life for which we remember him ignoring the illusion of birth and death.